২৭-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে আপন করলে তোমরা কোনো কড়ি খরচ না করে সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করো , নিশ্চয় হলেই বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন:- তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চাদের কি কর্তব্য ?

উত্তর:- সত্যিকারের যাত্রা করা এবং করানো --- এই হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চাদের কর্তব্য। সত্যিকারের যাত্রা হল মনমনাভব। এই যাত্রায় থাকলে অন্য ধাক্কা ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। যেমন পিতা হলেন কল্যাণকারী তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চারাও পিতা সম কল্যাণকারী হবে ।

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের কোন্ কথাটি বলেন, যে কথাটি তোমরা সবার কানে দাও ?

উত্তর :- বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আমায় স্মরণ করো , কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। দেহধারীকে স্মরণ করলে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়বে, তাই সর্বদা এই কথা ভাবো যে দেহধারীরা সবাই মৃত , আমাদের শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই কথাটাই তোমরা সবার কানে দাও।

গান :- ভাগ্য উদয় করে এসেছি.... ।

ওমশান্তি। সন্তানদের ভাগ্যোন্নয়নে কোনো খরচা আছে কি ? মা-বাবার কাছে সন্তান এল , সন্তানের কোনো খরচা হয় কি সম্পত্তির অধিকারী হতে ? জন্মের সাথেই সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়। খবরের কাগজেও লেখা হয় যে অমুকের উত্তরাধিকারী জন্মেছে । সন্তানের কোনো খরচ হল ? না, জন্ম নিয়ে কোনো খরচ হয়না । কোনো ধনী ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় তবে বাচ্চা অ্যাডপ্ট ক'রে । বাচ্চার কোনো কিছু খরচ হল ? কিছুই নয়। এখানেও গায়ন আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । দুনিয়ার লোকেরা যদিও জীবনমুক্তির অর্থ জানেনা । এখন এই কথা তো জানো যে বিশ্বের মালিক দেবতারা জীবনমুক্ত ছিল। ভারতেই জীবনমুক্তি হয়। এবারে বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাবার আপন হতে কোনো কিছু খরচ হয়েছে কি ? শুধু এই কথা বলা হয় যে বাবা আমি হলাম আপনার । গায়নও আছে জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয় , যার জন্যে বাবা যুক্তি বলে দেন। পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? বলো । পরমপিতা ..... তিনি হলেন পিতা। বাবা বলেন আমার আপন হতে কোনো খরচা হয়েছে ? কিছুই নয়। শুধুমাত্র আমার আপন হও , খরচা কিছুই নেই। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । খরচের কোনো কথাই নেই। সন্তান হলে কি খরচ হয় ? তোমরা বাবার আপন হও তাতে কি খরচা হয় ? শুধু বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করো যে আমি হলাম আপনার । বুঝতে পারো বাবার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । বর্সা প্রাপ্ত হয় স্বর্গের বাদশাহী । নিশ্চয়ের উপর নির্ভর ক'রে । আনা-ও খরচ না করে শুধু স্মরণের দ্বারা হীরেতুল্য হয়ে যাও। আমরা লিখেও থাকি তোমরা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারো। কড়ি খরচ না করে তোমাদের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। তোমরা কত ধাক্কা খাও। ভক্তিমার্গের যাত্রায় মানুষ অনেক ধাক্কা খায়। সেখানে পান্ডা থাকে বা কোনো ধর্মীয় পুরুষ ভক্তদের জন বহুল তীর্থ স্থানে হয়রান ক'রে । অনেক ধন খরচ হয় , কোনো প্রাপ্তি হয়না ।

বাবা এইসব কথা কত বুঝিয়ে বলেন কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতে টিকবেনা । কোনো যুক্তি বা উপায় করে তীর্থ যাত্রীদের হয়রানি থেকে মুক্ত করো। শুধু বাবার মুরলী শুনে অন্যদের গিয়ে শোনানো --- এমন কোনো বড় কথা নয়। তোমাদের অন্যকে কি বলা উচিত , কি করা উচিত । ট্রেনে যাত্রা ক'রে । কি যুক্তি প্রয়োজন , বাবা যে যুক্তি বলে দেন সেইসবে এখনও কেউ আমল দেয়নি । কাউকে বোঝাতে হলে স্নেহপূর্ণ ভাষায় বলবে , পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগরের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? এখনও বাবাকে খবর দেওয়া হয়নি যে বাবা এই সার্ভিসে যুক্ত হয়েছি। এর ওর কাছে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাবাকে কোনো খবর দেওয়া হয়না। বাবার কাছে তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো জনকের মতন , যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো। বাবা ফার্স্টক্লাস কথা শোনান --- প্লাস্টিকের ছোট কার্ড প্রিন্ট করো। ভাল পোস্টকার্ড হবে যে কোনও স্থানে পাঠানো যাবে। তীর্থে গিয়ে ধাক্কা খেতেই থাকে। তোমরাও লিখতে পারো যে জন্ম-জন্মান্তরের হয়রানি থেকে মুক্ত হতে চাও তবে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। এই প্রশ্নের উত্তর দিলে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা শব্দ দিয়ে দেন। কোনো বুদ্ধিবান বাচ্চা হলে সঠিক ভাবে লিখে আনবে আর ভালোভাবে প্রিন্ট করে পাঠাবে। বড় শহরে এই কাজ অবিলম্বে হতে পারে। সুন্দর প্লাস্টিকের কার্ড হবে , তাতে ত্রিমূর্তির ছাপ থাকবে , অথবা থাকবেনা । বাবা যুক্তি অনেক বলে দেন। জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। এইসব শুধুই গায়ন আছে , কেউই জানেনা । যদিও অষ্টাবক্র গীতায় লেখা আছে , কিন্তু তবুও কেউ বুঝতে পারেনা । সেইসব হল দন্ত কাহিনী । তোমরা প্র্যাক্টিকালে বোঝাচ্ছো আর কেউ বুঝছেনা । যিনি বুঝবেন তিনি হলেন একমাত্র গডফাদার । বাকি সবাইকে রাবণ নন্-সেন্সিবল বা অনুভূতি-শূন্য করে দিয়েছে। পবিত্রকে সংবেদনশীল , পতিতকে সংবেদনহীন বলা হয়। এই বেহদের বা অসীমের কথা কেউ জানেনা , এই কথাটি যদিও কত সাধারণ । শুধুমাত্র স্বীকার করবে হ্যাঁ ইনিই হলেন আমাদের পিতা। পিতার কাছে কোনো কিছু খরচ না করে সন্তান বর্সা বা সম্পত্তির অধিকার পেয়েই থাকে। সন্তান জন্ম নেওয়ার সঙ্গেই সম্পত্তির অধিকার লাভ ক'রে । লৌকিক পিতার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয় জীবন-বন্ধনের । ইনি হলেন একমাত্র পিতা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। এখানেতো রাবণের অসুরী রাজত্ব রয়েছে । এই ঈশ্বর হলেন পিতা , কথায় বলে না হেভেনলী গডফাদার । তাহলে ওঁনার কাছ থেকে হেভেনের বর্সা প্রাপ্ত হওয়া উচিত । হেভেন বলা হয় নতুন দুনিয়াকে । পুরানো দুনিয়ার মহা-বিনাশ তো সম্মুখে অপেক্ষারত । সময় যত এগোবে মানুষের বিনাশের প্রতি নিশ্চয় বাড়তে থাকবে। মানুষের মনে এই কথাটি উদিত হয়। তারা ভাবে আগামীকালই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে । এই কথাটিও জানে যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরাও বলো আমরা হই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিববাবার সন্তান তো বটেই , বর্সা প্রাপ্তির অধিকারীও বটে। শুধুমাত্র বাবাকে এবং বর্সাকে (স্বর্গের অধিকার) স্মরণ করো। কার্ডেও এইসব শব্দ লেখা উচিত । এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিলেই এক সেকেন্ডের মধ্যে কড়ি ইত্যাদি খরচ না করে জীবনমুক্তি লাভ করতে পারবে। শুধু পিতা এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ করতে হবে। তাহলেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। স্বর্গেও তো নম্বর অনুযায়ী পদ-মর্যাদা আছে কিনা । জ্ঞানের দ্বারা নিজেরাই বুঝবে যে কি করতে হবে। এখানে টাকাপয়সার কোনো কথা নেই । বাবা বাচ্চাদের সদা-ই বলেন --- চাওয়ার চেয়ে মরা ভাল। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেছ তাহলে আর চাইছ কেন ? মা-বাবা দুইজনেই চাইছে একটি পুত্র সন্তান উত্তরাধিকারী হোক। তোমরা এখন বাবার সন্তান হয়েছ কিনা। সবাই ফাদার বলো তাইনা । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আরে পুত্র সন্তান তো তোমরা আমারই , তবে আমাকে এবং স্বর্গের অধিকারকে স্মরণ কেন করোনা । এই পুত্র সন্তানদের (আত্মাদের) সঙ্গে কথা বলি ব্রহ্মা তনের সাহায্যে । ব্রহ্মার-ও

তোমরা সন্তান হও। তা নাহলে ব্রহ্মা গৃহে আসবে কিভাবে । ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দাদুর বর্সা প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের রচয়িতা তো ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মা তোমাদের গুরু-ও নন। সদ্গুরু তো কেবলমাত্র একজন-ই । ব্রহ্মাও ওনার কাছেই শিখছেন , এমন নয় সে শিক্ষা নিয়ে চলে যাবে আর গদিতে আমরা বসব। নয় , এমন হয়না, সদ্গুরু কেবল একজন-ই । আমরা সবাই ওনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে সদ্গতি লাভ করি। বাচ্চারা অনেক সার্ভিস করতে পারে। অনেক সুযোগ রয়েছে । মন্দির ইত্যাদি স্থানে এই কার্ড নিয়ে বোঝাতে পারো। কেউ কাজ করে দেখাক । বাবা যে যুক্তি বলে দেন , সেইসব খুবই সহজ। বাবা পরীক্ষা করতেই থাকেন। দেখা যাক কোথা থেকে খবর আসে যে বাবা ট্রেনে আমরা ১০-২০ জনকে এই প্রশ্ন করেছি। একজনকে প্রশ্ন করলে দশজন শুনবে। বাড়িতে বসে কাউকে বুঝিয়েছি , এইসব কোনো বড় কথা নয়।

বাবা বলেন শুধু পিতা এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ করো। ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এইসব থাকেনা । যখন একটু বড় হয় তখন বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদের অরগ্যান ইত্যাদি তো বড়দের। সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো। জানো যে বাবা আমাদের স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন । বেচারা মানুষেরা বাইরে কত ধাক্কা খায়। তাদের কে রক্ষা কিভাবে করা যায়। এরজন্যে অনেক যুক্তির প্রয়োজন । কত বাচ্চারা ঘরে বসে লেখে যে বাবা আমরা তোমার হয়েছি। কখনও চোখে দেখিনি কখনও সাক্ষাত মিলন হয়নি । তবুও লেখে বাবা হলাম আপনার । আপনার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করবই । অত্যাচার সহ্য ক'রে । এমন বাচ্চারাই অনেকের চেয়ে বেশী উন্নতি লাভ ক'রে । তোমরাতো কোনো অত্যাচার সহ্য করোনা তবুও এই সার্ভিস কোনা। বাবার কথাও অন্যমনস্ক হয়ে শোনো। তোমরা যেকোনো ভাষায় কার্ড প্রিন্ট করতে পারো। কাজ করবার বুদ্ধি সর্বদা চলায়মান থাকা উচিত । বাবা কোনো অতিরিক্ত কাজের ভার তো দেননা। ঐ কলিযুগের দুনিয়ার গভর্নমেন্টের কত বড় পঞ্চায়েত রয়েছে --- বিনাশের জন্যে । তোমাদের কাছে অবিনাশী পদ প্রাপ্তির জন্যে কত ভাল ভাল যুক্তি রয়েছে । ভক্তিমার্গে অনেক খরচা করা হয় আর তোমরা দেখো কি করছ । কোনো খরচা নেই । ভক্তিমার্গে অনেক খরচা হয় --- তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো । যে বাচ্চারা সেন্সিবল তারা কার্ড ছাপিয়ে দেখাক । আমরা কত সহজভাবে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। মানুষেরা কত দুঃখ ভোগ ক'রে । অনেকে যাত্রার অর্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে। দরিদ্র গরীব জনেরা এদিক ওদিক ঘুরে হয়রান হয়। তাদের জন্যে করুণা হয়। তোমরা গডফাদারের সন্তান হয়েছ তোমাদের স্বর্গে আসা উচিত । এখানে তোমরা নরকে রয়েছ কেন । এই কথাটি বলার জন্যে কেউ থাকা উচিত । তোমরা বোঝাতে পারো যে আল্লাহকে স্মরণ করো , আল্লার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্যে । সেখান থেকেই তোমরা এসেছ। এখন বাবাকে স্মরণ করো । একমাত্র বাবাকে অন্য কাউকে নয়। গির্জা মঠবাসিনীদের বোঝাতে হবে। তোমাদের স্মরণ করতে হবে --- গডকে । ক্রাইস্ট ওঁনাকেই স্মরণ করেছিলেন । যদি ব্রহ্মা চলে যান তবুও তোমাদের শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে। তোমাদের তাঁকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা । দেহি-অভিমানী হতে হবে। দেহধারীরা সবাই রয়েছে মৃত । বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো । দুনিয়ায় একে অপরকে তো দুঃখ দেওয়া হয়। এখানে একটি কথাই শোনানো হয়। খুবই সহজ কথা। অল্ফ এবং বে , পিতা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করো। এইটি প্রকৃত রূপে মনমনাভবের অর্থ । বাকি সবকিছুই হল বিস্তার । বাবা হলেন কল্যাণকারী । বাচ্চাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে। বাচ্চাদের প্রমাণ করতে হবে। আজ আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি। কল্যাণ করতে ঘুরতে হবে। ধর্ম

স্থাপনের কার্যেও ধাক্কা খেতে হয়। আমরা এমন যাত্রা করা শেখাই যে অন্য কোনো যাত্রার প্রয়োজন থাকেনা , সেই যাত্রা হল মনমনাভব । যাত্রীদের তৈরী করার সেবায় ব্যস্ত হওয়া উচিত । বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্ণিঙ । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) হীরেতুল্য হওয়ার সাধন হল বাবার স্মরণ । বাবার স্মরণ দ্বারা কড়ি খরচ না করে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে তাই নিরন্তর একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) চাওয়ার চেয়ে মরা ভাল--- বাবার কাছে সর্ব প্রাপ্তি হয়েছে তাই কিছু চাইবেনা। কল্যাণকারী স্বরূপে সবাইকে সত্যের পথ দেখাতে হবে।

বরদান :- দুঃখের দুনিয়া থেকে দূরে অবস্থানকারী সুখদেব, সুখ স্বরূপ হও (ভব) ।

ব্যাখা: তোমরা হলে সুখ-সাগরের সন্তান সুখ স্বরূপ, সুখদেব । দুঃখের দুনিয়া থেকে দূরে রয়েছ সুতরাং সংকল্পেও না-ই দুঃখ দেবে আর না-ই দুঃখ নেবে। যদি কারো কোনো কথা ফীল হয় তাহলেও দুঃখ নেওয়া বলা হবে। যদি কেউ দেয় কিন্তু তোমরা না নাও সেতো তোমাদের নিজস্ব নির্ণয় । এমন নয় কেউ দুঃখ দিলে তোমরা বলবে আমি কি করব ! চেক করো - নেবে কি নেবেন ! নেওয়ার সময়েও চতুর হও তবেই সুখ-স্বরূপ, সুখদেব রূপে পরিণত হবে।

শ্লোগান :- স্থিতির আধার হল স্মৃতি তাই সর্বদা খুশীর স্মৃতিতে থাকো ।